দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... SEP. 22 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

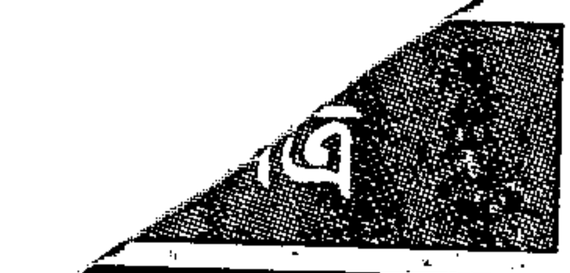

স্পাদক দায়ী নন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ম-কানুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয় এদেশে শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য নানান পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। এই নানান ধরনের পদক্ষেপ নিতে গিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা তার অধীনস্ত বিভাগগুলো এমন সব সার্কুলার জারি করে থাকে যা সবদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে সেগুলো স্ববিরোধিতায় পরিপূর্ণ।

একটা উদাহরণ দেয়া যাক, যিনি প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক হবেন তার অবশ্যই পিটিআই থেকে প্রশিক্ষণ নিতে হয়। তিনি যদি বিএড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হন তাহলেও তাকে সিইনএড প্রশিক্ষণ নিতে হবে। অথচ কি আশ্চর্য- যিনি পিটিআই ইন্সট্রাক্টর তিনি শুধু স্নাতক বিএড। বিএড নিয়ে পিটিআই প্রশিক্ষক হওয়া যায় কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়া যাবে না। এক্ষেত্রে যাদের বিএড প্রশিক্ষণ আছে তাদেরকে উচ্চতর বেতন প্রদান করার কথা। কিন্তু এক্ষেত্রে সরকারি সিদ্ধান্ত বিপরীত।

সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক নিয়োগের যোগ্যতা চাওয়া হয় কমপক্ষে একটি ২য় বিভাগসহ স্নাতক। আবার সরকারি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক যদি বিএড প্রশিক্ষণ নিতে চান সেক্ষেত্রে সেই শিক্ষকের একটি ২য় বিভাগ থাকতে হয়। বিএড প্রশিক্ষণ শিক্ষকগণ এই কারণে নিয়ে থাকেন যাতে পাঠদানের মানোন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষাসংক্রান্ত অন্যান্য প্রশাসনিক কাজ সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করতে পারা যায়। প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষক হতে হলে বিএড প্রশিক্ষণ থাকা একান্ত দরকার। কিন্তু সম্প্রতি জারি করা এক আদেশে দেখা গেলো এখন থেকে বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর প্রধান শিক্ষক অথবা সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য হইলে একই বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষকদের মধ্যে যিনি বেশি সিনিয়র তাকে পদায়নের মাধ্যমে প্রধান শিক্ষক বা সহকারী প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দান করতে হবে। এক্ষেত্রে যিনি পদায়নের মাধ্যমে প্রধান শিক্ষক বা সহকারী প্রধান শিক্ষক

হবেন তার একাধিক তৃতীয় বিভাগ থাকলে তিনি আর এসব পদে পদায়নের মাধ্যমে নিযুক্ত হতে পারবেন না।

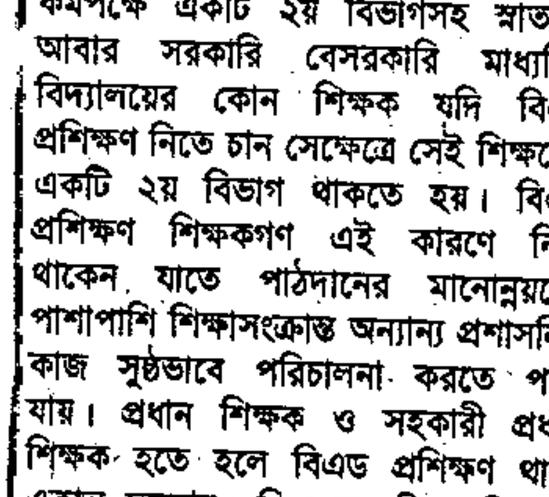

একটু ভেবে দেখুন, একটা ২য় বিভাগ হলেই সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়া যায়, বিএড প্রশিক্ষণ নেয়া যায়। কোন বিভাগ না থাকলে বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়া যায়। কিন্তু পদায়নের মাধ্যমে প্রধান শিক্ষক বা সহকারী শিক্ষক হওয়া যাবে না। কেমন হলো নির্দেশটি একটু ভেবে দেখুন। বিদ্যালয়ের যিনি শিক্ষক হন তিনি সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির নিকট উপযুক্ত বলে বিবেচিত হলেই নিয়োগ পেয়ে থাকেন। এই নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক একই বিদ্যালয়ে ১০/১২ বছর শিক্ষকতা করে একাধিক তৃতীয় বিভাগপ্রাপ্ত হবার কারণে পদায়নের মাধ্যমে প্রধান শিক্ষক বা সহকারী প্রধান শিক্ষক হতে পারবেন না- হয়ে যাবেন যিনি তার চেয়ে জুনিয়র একজন; যার একটির বেশি তৃতীয় বিভাগ নেই। এই বৈষম্যমূলক আচরণের কারণে অনেকেই শিক্ষকতা পেশায় নিরুৎসাহিত হয়ে পড়বেন।

সরকারি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে এই নিয়ম প্রচলিত আছে কি? না, থাকলে কোন দিন চালু করা যাবে কি?- যাবে না। কেননা সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা আন্দোলন করতে জানেন, মন্ত্রীর কক্ষে হামলা চালাতে পারেন। এতে কোন দোষ হবে না- কিন্তু বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা আন্দোলন করতে পারবে না, কেননা তারা জাতির মেরুদণ্ড, বিবেক। তারা আন্দোলন করলে মহাভারত যে অশুদ্ধ হয়ে যাবে। কেবল তাদের উপর যতসব বৈষম্যমূলক নিয়ম-কানুন চালু করা সহজ এবং তাই করা হয়।

আমরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি যে, উপরোক্ত বৈষম্যমূলক আদেশ, নির্দেশ বাতিল পূর্বক ভবিষ্যতে এরকম কোন বিষয়ে কোন প্রজ্ঞাপন জারির পূর্বে বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের এবং শিক্ষক নেতাদের মতামত গ্রহণ করে, তারপর সিদ্ধান্ত নেবেন।

প্রবাল কান্তি মজুমদার
গ্রাম ও ডাক- খামারগাঁও
থানা- নান্দাইল
জেলা- ময়মনসিংহ।